গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

নিলাম শাখা।

--যোগাযোগ--

মালামলের বিবরণ সম্বলিত ক্যাটালগ

তালিকা নং-

-:ব্যবস্থাপনা সহযোগিতায়:-

মেসার্স কে এম কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়ঃ-৩০৬, স্ট্র্যান্ড রোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২৪৫০৯

মোবাইলঃ ০১৮১৪-৭৮৩৯১৬, ০১৭১১৪৪৮৭০৬।

নিলাম শাখাঃ-কাস্টম অকশন শেড, পোর্ট কলোনী ১২নং রোড সংলগ্ন, বন্দর স্টেডিয়াম এর সম্মুখে,বন্দর, চট্টগ্রাম।মোবাইল ঃ ০১৮২৪ ৯৮৫২১৪

ঢাকা কার্যালয়ঃ-৮০, মতিঝিল, বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোনঃ ০২-২২৩৩৮০৬৩৪

নিলাম কমিটির পক্ষেঃ-

আলী রেজা হায়দার

ডেপুটি কমিশনার

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর নির্দেশক্রমে ২৬.০৪.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের টেন্ডার সেল নং-০৭/২০২২ এর বিক্রয়যোগ্য কাঠের তালিকা। বিধি মোতাবেক উক্ত ক্যাটালগ সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে।

সিল্ড টেন্ডারের শর্তসমূহ

প্রতিটি ক্যাটালগ পণ্যের বিপরীতে আইপিও শর্ত, রীট মামলা যাচাই ও অন্যান্য শর্তাদি (স্থায়ী আদেশ-৯৩/২০১৯/কাস্টমস/ তাং-২০.০৬.২০১৯) প্রতিপালিত হবে।উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্য " যেখানে যে অবস্থায় ও যে পরিমাণে/যে গুনগতমানে আছে সে ভিত্তিতে" খালাসযোগ্য। বিডারগণকে পণ্য দেখে বিড করার জন্য পরামর্শ দেয়া হল।নিলাম পরবর্তীতে বিক্রয়াদেশ জারি বা ডিও জারির পর বিডার কর্তৃক পণ্য পুনঃইনভেন্ট্রি বা পুনরায় দেখার কোনো আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

১. টেন্ডার ড্রপ/ফেলার পূর্বে সম্মানিত দরপত্রদাতাগনকে অবশ্যই নিলাম/টেন্ডারের মালামালের জন্য প্রস্তুতকৃত ক্যাটালগ এর সম্পূরক ও সংশোধনী কপি এবং সর্বশেষ সংশোধনী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিলাম শাখার নোটিশ বোর্ড হইতে অথবা উপরোল্লিখিত যোগাযোগের ঠিকানা হতে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে।

২. দরপত্রে ক্যাটালগ ক্রমিক নাম্বার ও লট নাম্বার অবশ্যই লিখতে হবে।

৩. দরপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাটালগের প্রতিটি ক্রমিকের জন্য ০১টি শিডিউল ব্যবহার করতে হবে। দুই বা ততোধিক ক্রমিক নাম্বারের জন্য ০১ (এক) খানা শিডিউল ব্যবহার করা হইলে কোটেশন বাতিল বলে গন্য হবে। বিডার যতগুলো বিড করবেন তাকে ততগুলো শিডিউল ব্যবহার করতে হবে।

৪. টেন্ডার/কোটেশনের টাকার পরিমাণ অবশ্যই অংকে ও কথায় লিখতে হবে। কোন প্রকার শর্তমূলক, কাটা-ছেঁড়া, ঘষা মাজা বা অসম্পূর্ণ শিডিউল বিবেচনা করা হবে না। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত শিডিউল ও অন্যান্য দলিলাদির প্রতি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতার সীল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্বাক্ষরবিহীন টেন্ডার বাতিল বলে গণ্য করা হবে । প্রতিটি টেন্ডার/শিডিউলের নির্ধারিত স্থানে টেন্ডার দাতার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) প্রদান করতে হবে।

৫. সীল্ড টেন্ডারের ইনভেলাপের উপর স্পষ্ট অক্ষরে পণ্যের ক্যাটালগ ক্রমিক নাম্বার লিখতে হবে।

৬. একটি দরপত্রের একাধিক ক্যাটালগ ক্রমিক এর কোটেশন করা হলে উহা বাতিল বলে গন্য হবে।

৭. টেন্ডারদাতাকে শডিউল উল্লিখিত ক্যাটালগ ক্রমিকের বিপরীতে প্রদত্ত কোটেশন মূল্যের ১০% হারে জামানত কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর অনুকুলে জমা করতে হবে। এ জামানত যে কোন তফসিল ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট হতে হবে এবং উহা নির্ধারিত টেন্ডার ফরমের সাথে দাখিল করতে হবে। জামানতবিহীন টেন্ডার সরাসরি বাতিল বলে গন্য হবে। প্রতিটি নির্ধারিত স্থানে টেন্ডারের সাথে প্রদেয় পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর নাম্বার তারিখ ও টাকার পরিমাণ অংকে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর কোন ফটোকপি গ্রহন করা হবে না। পে/অর্ডারের/ব্যাংক ড্রাফট ব্যতীত অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন, ব্যাংক এর চেক ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টেন্ডার/কোটেশনসমূহের তালিকা নিলাম নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর গোলাভাড়া ও পোর্ট চার্জ ব্যতিরেকে উদ্ধৃতমূল্যের ১০% হারে অগ্রিম আয়কর ৭.৫% হারে ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ১২ (বার) কার্য দিবসের মধ্যে জমা প্রদান পূর্বক মালামাল সমূহ "যেখানে যে অবস্থায় ও যে গুনগতমানে আছে সে ভিত্তিতে খালাসযোগ্য "। খালাসকালে কন্টেইনারের ভিতরে ভিন্ন কোন পণ্য পাওয়া গেলে বা অতিরিক্ত পণ্য পাওয়া গেলে তা আলাদাভাবে শুল্কায়নযোগ্য। নির্ধারিত সময়ে খালাস গ্রহণে ব্যর্থ হলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। টেন্ডার সেল এর ক্যাটালগ ও দরপত্র কোথায় কখন পাওয়া যাবেঃ আগামী ১৯.০৪.২০২২হতে ২৪.০৪.২০২২তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে ক্যাটালগ ও দরপত্র (প্রতি সেট যথাক্রমে দুইশত টাকা ও একশত টাকা) মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগহ করা যাবেঃ

(ক) প্রধান অফিসঃ ৩০৬, স্ট্র্যান্ড রোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২৪৫০৯

(খ) নিলাম শাখা:কাস্টম অকশন শেড, পোর্ট কলোনী ১২ নং রোড সংলগ্ন বন্দর স্টেডিয়াম এর সম্মুখে, বন্দর, চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৮২৪-৯৮৫২১৪

(গ) ঢাকা অফিসঃ ৮০, মতিঝিল, বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোন:০২-২২৩৩৮০৬৩৪

৯. নিলাম বিক্রয়যোগ্য পণ্য কোথায় কখন পরিদর্শন করা যাবেঃ

পণ্য	তারিখ	সময়	পণ্যের অবস্থান
ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত সকল পণ্য	২০.০৪.২০২২ ২১.০৪.২০২২	ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত সকল পণ্য সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত	ক্যাটালগ ক্রমিকের বিপরীতে প্রদর্শিত স্থান

১০. পূরণকৃত দরপত্র কোথায় কখন দাখিল করতে হবেঃ

পূরণকৃত দরপত্র সমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা (প্রশাসন) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ও জেলা প্রশাসক এর দপ্তর চট্টগ্রাম, সহকারী/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) এবং যুগ্ম কমিশনার (সদর), শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর কার্যালয়, আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা-তে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে নিম্নবর্ণিত সময়সূচী অনুসারে দাখিল করা যাবে। নিম্নেবর্ণিত সময়সূচি অনুসারে দরপত্রদাতাগনের উপস্থিতিতে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র সমূহ খোলা হবে।

পণ্য	দরপত্র দাখিলের সময় ও তারিখ	দরপত্র খোলার সময় ও তারিখ	দরপত্র খোলার স্থান
ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত সকল পণ্য	কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক ২৪.০৪.২০২২অফিস চলাকালীন সময় এবং২৫.০৪.২০২২ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত।	২৬.০৪.২০২২তারিখে দুপুর ১.৩০ ঘটিকা।	ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) এর কার্যালয় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

(ক) নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শন সহ আলোচ্য নিলাম অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য কাস্টম অকশন শেডে নিয়োজিত নিলামকারীর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

(খ) অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত না হলে পরিবর্তিত সময়-সূচী পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

১১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং -৯৩/ কাস্টমস/২০১৯ তাং-২০.০৬.২০১৯খ্রি. এর অনুচ্ছেদ ৭(১)(খ)(আ)(X) অনুযায়ী-

(ক) অপচঁনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথম নিলামের বা দরপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য সংরক্ষিত মূল্যে অনুব্য ৬০% হলে ঐ মুল্যে তা নিস্পত্তি করা যাবে। অন্যথায় দ্বিতীয়বার নিলাম বা দরপত্রে তোলা যাবে।

(খ) সংরক্ষিত মূল্যে যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় নিলাম বা দরপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য প্রথম নিলামের সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা বেশি হলে ঐ মূল্যে তা নিস্পত্তি করতে হবে অন্যথায় তৃতীয়বার নিলাম বা দরপত্র তোলা হবে ; এবং

(গ) সংরক্ষিত মূল্য যাই হোক না কেন, তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত নিলামে বা দরপত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্যে পণ্য নিস্পত্তি করা যাবে।উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

১২. বিক্রয় অনুমোদন প্রাপ্ত সর্বোচ্চ টেন্ডার/কোটেশন প্রদানকারীকে বিক্রয় মূল্যের বিদ্যমান চুক্তি অনুসারে লেবার কন্ট্রাক্টর ০.০০৩%(শতকরা শূন্য শূন্য তিন) ইনভেস্ট্রিচার্জ প্রদান পূর্বক টাকার রশিদ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত রশিদ খানা ডি.ও পোষ্টি এর প্রাক্কালে ডি.ও এবং ভ্যাট চালানের সহিত যুক্ত করে নিলাম শাখায় দাখিল করতে হবে।

১৩. বিক্রয় অনুমোদন প্রাপ্ত সর্বোচ্চ টেন্ডার/কোটেশন দাতা পণ্য খালাসের সময় সর্বোচ্চ মূল্যের ১০% শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর এবং ৭.৫% হারে ভ্যাট সহ আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

১৪. বিক্রয় অনুমোদন প্রাপ্ত টেন্ডার দাতা নিজ দায়িত্বে মালামাল ডেলিভারী গ্রহন করবেন। ডেলিভারী প্রদানের পর নিলাম কর্তৃপক্ষের নিকট ডেলিভারীকৃত মালামালের ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫. কমিশনার অব কাস্টমস শিডিউল অন্তর্ভুক্ত যে কোন মালামাল যে কোন সময়ে শিডিউল থেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন। এইরূপ প্রত্যাহারের জন্যে আনুপাতিক হারে মূল্যে ফেরতযোগ্য হবে।

১৬. টেন্ডার খোলার সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এইরূপ কোন প্রকার মন্তব্য,মর্যাদা হানিকর উক্তি, বিশৃঙ্খলা বা অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ বহিস্কার/টেন্ডার বাতিল করার এবং ভবিষ্যত টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখার অথবা আইনসম্মত অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৭. ওজন ভিত্তিক খালাসযোগ্য হলে যেখানে যে অবস্থায়/পরিমাণে/ওজন/সংখ্যায় আছে সেই ভিত্তিতে ডেলিভারী নিতে হবে।

১৮. কোন লটের বিপরীতে সঠিক প্রাপ্ত সর্বোচ্চ কোটেশন এ একাধিক পাওয়া গেলে এইরূপ সর্বোচ্চ কোটেশনদাতাগনের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে একজন সর্বোচ্চ টেন্ডার / কোটেশনদাতাকে নির্ধারিত করে তারই অনুকূলে বিক্রয় অনুমোদন প্রদান করা হবে।

১৯. কমিশনার অব কাস্টমস কোন লটের বিপরীতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ কোটেশন গ্রহনে বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন টেন্ডার/কোটেশন গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২০. টেন্ডার বিক্রিত মালামাল কমিশনার অব কাস্টমস অনুমোদন করেছে কিনা তাহা টেন্ডার শেষে হওয়ার পর দরপত্র দাতাগণ নিজ দায়িত্বে নিলাম শাখা নোটিশ বোর্ড জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি হতে জেনে নিতে হবে।

২১. টেন্ডার/ ফটোকপি এবং পূর্ব অনুষ্ঠিত টেন্ডার সেলের ফরম সরাসরি বাতিল গণ্য হবে।

২২. অনুমোদিত পণ্যের অবশিষ্ট টাকা জমা দেওয়ার পর্বে দরপত্রদাতাগণ কর্মকর্তার নিকট হতে উক্ত পণ্যের কোনরূপ জটিলতা আছে কিনা তা অবগত হয়ে টাকা জমা দিতে হবে।

২৩. উপরিউক্ত শর্তাবলী ছাড়া উক্ত নিলাম সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত স্থায়ী আদেশ নং ৯৩/২০১৯/কাস্টমস তাং-২০.০৬.২০১৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধানবলী ও এতদ সংক্রান্ত অন্যান্য আদেশ সীল্ড টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৪. বিডার/দরদাতাকে ক্যাটালগে উল্লিখিত পণ্যের বর্ণনা, ওজন, সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত হয়ে এবং পণ্য সরেজমিনে পরিদর্শন করে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিড করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। নিলাম কমিটি কর্তৃক পণ্যচালান অনুমোদিত হলে যেখানে যে অবস্থায় ও যে পরিমাণে আছে সে ভিত্তিতে খালাস গ্রহণ করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ

(ক) উল্লেখ্য টেন্ডার অফার প্রদানে দাতার নাম ও তার কর্তৃক প্রদত্ত জামানত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকলে সে সমস্ত টেন্ডার/অফার গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) বর্তমান আমদানী নীতির আলোকে শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য যানবাহন জাহাজীকরণ করিবার সময় ০৫(পাঁচ) বৎসর অধিক পুরাতন হলে বর্তমান আমদানি নীতির আলোকে শর্তমুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি নীতির শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে খালাসযোগ্য হবে। বিডার এর নিজ উদ্যোগে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পণ্য খালাস হবে।

(গ) নিলাম অংশগ্রহণ এর পূর্বে বিডার কর্তৃক পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, গুনগত মান ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে দরপত্র দাখিল করতে হবে। বিডার পণ্য দেখতে পারেন নাই বা গুনগত মান নিশ্চিত করতে পারেন নাই এই কারণে জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরতের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

(ঘ) দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য (দর) এর ১০% (শতাংশ) সমপরিমাণ অর্থের জামানত স্বরূপ সমসাময়িকালের (অনুর্ধ ছয় মাস) ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।

(ঙ) বর্ণিত শর্তাবলী সম্মতি/পালন সাপেক্ষে দরপত্র দাতাগণের শর্তাবলী নিম্নে স্বাক্ষর করিতে হবে।

(চ) বিডারকে পণ্য ছাড় করনের সময় প্রদানঃ

১. শর্তযুক্ত পন্যের ক্ষেত্রে শর্ত পুরণ হওয়ার পর পণ্য ছাড করনের জন্য বিডারকে সর্বোচ্চ ১২ (বার) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করা হবে।

২. নিলামকৃত পণ্যের বিক্রয় অনুমোদন প্রাপ্তির পরর্বতী উন্মুক্ত সময়সীমা ১২ (বার) কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বিডারের আবেদনক্রমে এসি/ডিসি (নিলাম) ঐ সময়সীমা ০৫(পাঁচ) কার্যাদিবস বর্ধিত করিতে পারিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে বিডারের পণ্য ছাড় না করিলে তিনি (বিডার) পণ্য ছাড় করার আর কোন সময় পাবেন না এবং তার সাথে কোন যোগাযোগ ব্যাতিরেকেই জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৩. কোন নিলামকৃত পন্য কর্তৃপক্ষের যুক্তিসঙ্গত/ মামলার কারণে যথাসময়ে বিডারেক বুঝিয়ে দিতে না পারলে বিক্রয় আবেদনকারী ০৬ (ছয়) মাসের জামানতের অর্থ/পে-অর্ডার ফেরতের আবেদন করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২৫. দরপত্র দাতাকে প্রকাশ্যে/সীল্ড টেন্ডারে অংশগ্রহনকালে সাথে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ টিন সার্টিফিকেটর কপি দাখিল করতে হবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি এবং হালনাগাদ টিন সার্টিফিকেটের কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

নথি নং৫৪/কাস/অক/পলিসি/২০০০(অংশ-১)/৩৬৫ তাং-১৪.০৮.২০১৪।

বিঃ দ্রঃ-খামের মুখে অবশ্যই সিল্ড গালাযুক্ত অথবা গাম দিয়ে লাগানো থাকতে হবে। খোলা খাম অথবা পিন/ষ্টাপলার লাগানো খাম গ্রহণযোগ্য হবে না।

নথি নং- ১৪৬/কাশস/অক/পুনঃইনভেন্ট্রী/০২/৬৪০, তাং ০৩/১১/২০০২ ইং এর আদেশের ভিত্তিতে শর্ত নং ২৪ এর উপক্রমিক (গ) সংশোধন/সংযোজন করা হল।

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে

সহযোগী ব্যবস্থাপনায়

মেসার্স কে এম কর্পোরেশন